লোচন

সংগীতশাস্ত্রী লোচনের জন্ম সময়কাল নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও তাঁকে আনুমানিক ১৬শ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ের বা ১৭ শতাব্দীর ব্যক্তি বলেই মনে করা হয়। অনেকে লোচনকে ১১শ, ১৪শ শতকের ব্যক্তি বলেছেন। কিন্তু লোচন নিজেই তাঁর লেখনীতে একস্থানে ১৭ শতকের 'সংগীত দর্পণ'কার দামোদরের নাম উল্লেখ করে নিজেকে ১৭ শতকের ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করেছেন। লোচনের প্রকৃত নাম লোচন ঝাঁ। তাঁর পিতা ছিলেন বাবু ঝাঁ, তাঁদের পূর্বপুরুষ মিথিলার উদ্যান বা উজান গ্রামে বসবাস করতেন। বিহারের মজফ্‌ফরপুর জেলায় তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

লোচন ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গবেষকরা তাঁর যে সংস্কৃত জ্ঞান ও কাব্যচর্চার নমুনা পেয়েছেন তা উচ্চস্তরের বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে দক্ষ হওয়ায় তিনি তৎকালীন সংগীতশাস্ত্রগুলি সহজেহ অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি সংগীত শাস্ত্রে বিদ্বান হয়েও সংগীতের ক্রিয়াত্মক বিষয়টিও অভ্যাস করতেন।

পণ্ডিত লোচন রাজা মহিনাথ ও নরপতি ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। নরপতি ঠাকুরের অজ্ঞাতেই ১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে লোচন 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। তিনি পূর্বে 'সংগীত-সংগ্রহ' নামের ১টি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। রাগতরঙ্গিনী গ্রন্থখানি রচনার প্রধান কারণ হলো তৎকালীন সময়ে প্রচলিত সংকীর্ণ দেশী রাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা। তবে তিনি তাঁর আলোচনায় বিদ্যাপতির পদাবলীকে কেন বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে বিদেশী প্রভাবে যখন ভারতীয় সংগীতে যথেষ্ট বিবর্তন শুরু হয়েছে সেই সময়ে এই গ্রন্থ ২টি প্রাচীন সংগীতের মূল্যবান তথ্যাদি সংরক্ষণ

করেছে।

তিনি ৪ + ৩ + ২ + ৪ + ৪ + ৩ + ২ = ২২টি শ্রুতি — এই নিয়মে ৭টি শুদ্ধস্বর স্থাপন করেছিলেন। বিকৃত স্বরের বিষয়ে তিনি ভরতের মত গান্ধার ও নিষাদ স্বর ২টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাগরাগিনীর সম্বন্ধে লোচন রচিত গ্রন্থ থেকে বহু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বরাড়ী, জোগিয়া, মালব, সম্ভোগিনী প্রভৃতি রাগগুলির নাম করেছেন। এই রাগগুলি রাগ-রাগিনী পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি হনুমৎ-কে মেনে নিয়ে ভৈরব, হিন্দোল, কৌশিক, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই ৬টি রাগ ও এদের ৫টি পত্নীর নাম করেছেন। এদের বহু প্রকারভেদ তিনি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া লোচন দেশীয় সংকীর্ণ রাগগুলির উল্লেখ করেছেন। যা আমাদের ভুল সংশোধন করে দেয়। 'দণ্ডক' শব্দটি চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে পেলেও তার কোনো অর্থ জানা যায় না। কিন্তু লোচন দণ্ডক আসাবরী ও দণ্ডককোড়ার রাগ ২টির আলোচনা করে দণ্ডক শব্দটি স্পষ্ট করেছেন। তিনি 'যন্ত্রজ' রাগের আলোচনা করে সংস্থিতি নাম দিয়ে ঠাটের উল্লেখ করেছেন। এই প্রকরণে তিনি রাগের স্বররূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর সময়ে দীপক রাগ প্রচলিত ছিল না ও ভৈরবী রাগের রূপ পরিবর্তন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর বহু রাগের রূপ আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে। হৃদয় নারায়ণ দেব ঐ রাগ-রূপগুলি সযত্নে নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

লোচন তাঁর সময়কালে প্রচলিত রাগগুলিকে মোট ১২টি মেলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১২টি মেল বা ঠাটগুলি হলো — ভৈরবী, টোড়ী গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন, সারং মেঘ, ধনাশ্রী, পূর্বা, মুখারী, দীপক। বর্তমান ঠাট বিভাগের ধারণা লোচন প্রবর্তিত এই ১২টি জনক মেলের ধারণা থেকেই এসেছে বলে অনুমান করা হয়।

লোচন পণ্ডিতের মৃত্যুসময় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।